দৈনিক খবর 04

তারিখ 12 APR 199…
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

৬০

গ্রন্থ সংস্থাটির বিরুদ্ধে আবারো অডিট আপত্তি

।। মাহফুজুর রহমান ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার বিরুদ্ধে চতুর্থবারের মত প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার অডিট আপত্তি তোলা হয়েছে। গ্রন্থ সংস্থার কাছে পাওনা সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও অডিট আপত্তির টাকার অংকে প্রায় দু'লাখ টাকার ব্যবধান পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ৮৮-৮৯ অর্থ বছরের সরকারী অডিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার বিরুদ্ধে ৪ লাখ ৬১ হাজার ৩৩৯ টাকা ৫০ পয়সা সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়েছে। এ নিয়ে এ সংস্থার বিরুদ্ধে চতুর্থবারের

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

গ্রন্থ সংস্থাটির বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মত অডিট আপত্তি তোলা হলো। প্রতিবছর এ সংস্থার বই, সিলেকশন ও পত্রিকা বিক্রির অর্থ প্রকাশনা দফতরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা না দেয়ার ব্যাপারে আপত্তি দেয়া হয়। যথাসময়ে এ' টাকা জমা না দিয়ে কোথায় রাখা হয়, কেন রাখা হয়, ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব আজ অবধি মেলেনি। গত বছর ৯ই সেপ্টেম্বর এ' সম্পর্কে দৈনিক খবরের এক প্রতিবেদনে তিনবার অডিট আপত্তির পরেও নয় লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়। এ রিপোর্টের পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্তের জন্য গ্রন্থ সংস্থার পরিচালক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও প্রকাশনা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নূরুল ইসলামকে নিয়ে একটি কমিটি করেন।

সূত্র জানায়, পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তড়িঘড়ি করে নয় লাখ টাকার সিংহভাগ কয়েক কিস্তিতে জমা দেন। জমার কাজ শেষ হবার পর এ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটি দীর্ঘদিন পর গত ১০ই ফেব্রুয়ারী একসভা করে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পেশকৃত এ রিপোর্টে বলা হয়েছে '১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশনা দফতর থেকে আনীত (অবিক্রিত মজুদ বাদে) বই বাবদ গ্রন্থ সংস্থার নিকট প্রকাশনা দফতরের পাওনা রয়েছে ২ লাখ ৮১ হাজার ৭২২ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র।'

অথচ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা শাখার ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ওপর পরিচালিত সরকারী অডিটে ৪ লাখ ৬১ হাজার ৩৩৯ টাকা ৫০ পয়সার আপত্তি তোলা হয়েছে। আপত্তিতে খাতওয়ারী হিসেবও দেখান হয়েছে। হিসেবে দেখা যায়, সিলেকশন বাবদ ৪ লাখ ৭ হাজার ৪০৫ টাকা, অন্যান্য বই বাবদ ৫০ হাজার ৯৪২ টাকা এবং পত্রিকা বাবদ ২ হাজার ৯৬২ টাকা গ্রন্থ সংস্থা জমা দেয়নি। এরমধ্যে সিলেকশন বাবদ প্রায় ৪ লাখ টাকার পুরোটাই নগদ বিক্রি বলে জানা গেছে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রন্থ সংস্থার কাছে ৮৮-৮৯ সালে প্রকাশনা শাখার পাওনা ২ লাখ ৮১ হাজার ৭২২ টাকা ৫০ পয়সা। আর অডিট বলেছে পাওনার পরিমাণ ৪ লাখ ৬১ হাজার ৩০৯ টাকা ৫০ পয়সা। দুই রিপোর্টের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬৮৭ টাকা।

পরিচালক নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার জন্য নিয়মিত পরিচালক নিয়োগ দীর্ঘ দিনেও সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জনসংযোগ অফিসার নূরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা গেছে, প্রকাশনা সংস্থায় একজন নিয়মিত পরিচালক নিয়োগের জন্য প্রায় দেড় বছর আগে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং দরখাস্তকারীদের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এক বছর ধরে সবকিছু চূড়ান্ত হবার পরে শেষ মুহূর্তে অজ্ঞাত কারণে দরখাস্তকারীদের মধ্য থেকে পরিচালক নিয়োগ না করে পুনরায় বিজ্ঞাপন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু পুনরায় বিজ্ঞাপনও আজ দেয়া হয়নি। ফাইলটি এখন জনসংযোগ অফিসে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালনের জন্য জনসংযোগ কর্মকর্তা মাসে প্রায় এক হাজার টাকা ভাতা পাচ্ছেন এবং নিয়মিত পরিচালক নিযুক্ত হলে এ ভাতা বিয়োগ হবার সম্ভাবনা থেকেই প্রকাশনা সংস্থায় নিয়মিত পরিচালক নিয়োগে দীর্ঘদিনের তালবাহানা চলছে বলে জানা গেছে।